সত্যমেব জয়তে

কৃষি বিভাগ

ত্রিপুরা সরকার

রাষ্ট্রীয় কৃষি বীমা যোজনা

প্রস্তাবনা

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। ভারতবর্ষের ৯২ শতাংশ লোক প্রত্যক্ষভাবে কৃষি নির্ভরশীল। পর্যাপ্ত সেচ ব্যবস্থা না থাকায় ভারতের কৃষি-জীবিরা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। কথায় আছে, ভারতীয় কৃষকদের ঋণের মধ্যে জন্ম হয় এবং ঋণের মধ্যেই মৃত্যু হয়। এর প্রধান কারণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য কৃষিক্ষেত্রের ক্ষয়-ক্ষতি। কৃষি এবং কৃষকের আর্থিক উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত দেশের বহুমুখী সমৃদ্ধি অসম্ভব। সেই জন্য কৃষি এবং কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত কৃষকের সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় কৃষি বীমা যোজনা শুরু করা হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের সহমত ও সক্রিয় সহযোগিতায় খরিফ ২০০২ মরশুম থেকে এই নতুন বীমা প্রকল্পটি সাফল্যের সঙ্গে চলছে।

এই যোজনাটির মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি নীচে দেওয়া হলো —

১) **উদ্দেশ্য ঃ**

ক) প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কীট পতঙ্গ এবং রোগের কারণ বিজ্ঞাপিত (Notified) ফসলের ক্ষতির জন্য বীমাকৃত কৃষকদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া।

খ) কৃষকদের প্রগতিশীল কৃষি প্রথা গ্রহণে, উচ্চমানের বীজ, সার ব্যবহারে এবং উন্নততর কৌশল প্রয়োগে প্রোৎসাহিত করা।

গ) প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বছরগুলিতে কৃষি আয়কে স্থিতিশীল রাখা।

২) **বীমার উপযুক্ত ফসল ঃ**

ত্রিপুরাতে নিম্নলিখিত মুখ্য ফসলগুলি এই যোজনার আওতায় আছে।

ক) খরিফ মরসুম - ধান (আমন, আউস)

খ) রবি মরসুম - বোরো ধান, আলু।

৩) **অধিসূচিত ক্ষেত্র (Notified Area) ঃ**

এই যোজনাটি অঞ্চলভিত্তিক হওয়ায় ত্রিপুরায় ''ব্লক বীমার একক' হিসাবে ধরা হয়েছে। প্রতিটি মরসুম শুরু হবার আগেই রাজ্য সরকার দ্বারা ফসলভিত্তিক অধিসূচিত ক্ষেত্রগুলির নাম (ব্লক) ঘোষণা করা হয়।

৪) **বীমাযোগ্য কৃষক ঃ**

সমস্ত কৃষক তৎসহ ভাগচাষী, প্রজাস্বত্ব ভোগী চাষী যাঁরা এই যোজনার অন্তর্গত রাজ্য সরকার দ্বারা অধিসূচিত অঞ্চলে অধিসূচিত ফসল চাষ করবেন তাঁরাই এই বীমার আওতায় আসতে পারবেন। নিম্নলিখিত কৃষকরা এই বীমা প্রকল্পটির আওতাভুক্ত হবেন ঃ

ক) ঋণী কৃষক ঃ যে কৃষকরা বিজ্ঞাপিত ফসল চাষের জন্য সমবায় ব্যাঙ্ক, গ্রামীন ব্যাঙ্ক বা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি থেকে

ঋণ নিয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে ফসলবীমা করা আবশ্যিক। অধিসূচিত ফসলের জন্য কৃষিঋণ বিতরণের সময় ব্যাঙ্ক নিজে থেকেই দেয় ঋণ রাশির উপর ফসলবীমা করে দেয়।

খ) অঋণী কৃষক : যে কৃষক চালু মরসুমে ব্যাঙ্ক থেকে কোন ঋণ ছাড়াই নিজের খরচে বিজ্ঞাপিত অঞ্চলে বিজ্ঞাপিত ফসলের চাষ করেছেন, তিনি স্বেচ্ছায় এই বীমা করতে পারেন।

৫) **প্রাকৃতিক কারণে ক্ষয় ক্ষতি :**

নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক কারণে যদি কোন অধিসূচিত অঞ্চলের অধিসূচিত ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হয় তবে ফসল বীমা যোজনার নিয়মানুসারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে :

ক) প্রাকৃতিক কারণে অথবা বজ্রপাতহেতু আগুন লাগা।

খ) ঝড়, শিলাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, টাইফুন, সামুদ্রিক তুফান, হ্যারিকেন, টর্নেডো ইত্যাদি।

গ) বন্যা, জলস্ফীতি, ধ্বস।

ঘ) খরা বা শুষ্ক আবহাওয়াজনিত ক্ষতি।

ঙ) কীট, কীটানু অথবা কোন রোগ।

৬) **বীমা আওতার বহির্ভূত কারণগুলি :**

ক) যুদ্ধ বা পারমানবিক অস্ত্র ব্যবহারজনিত ক্ষতি, বিদ্বেষ প্রসূত ক্ষয় ক্ষতি এবং অন্য কোন রকম ক্ষত বা প্রতিরোধযোগ্য এই সকল ক্ষতির ক্ষেত্রে কোনও ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে না।

খ) বর্তমান ক্ষেত্রে কৃষকদের ব্যক্তিগত লোকসান, স্থানীয় কারণে বা সীমিত ক্ষেত্রের উপর হওয়া ক্ষতির উপর কোনও ক্ষতিপূরণ হবে না।

৭) **বীমাকৃত রাশির সীমা :** কৃষকরা নিজের ইচ্ছানুসারে বীমাকৃত ফসলের জন্য পূর্ব নির্ধারিত মূল্য পর্যন্ত বীমা করাতে পারেন। এই রাশি বীমাকৃত ফসলের গড় উৎপাদন মূল্য পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে। এই রাশি বীমাকৃত ফসলের গড় উৎপাদন এবং নূন্যতম সমর্থন মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ বীমাকৃত ফসলের লোকসানের ক্ষেত্রে কৃষকের সর্বাধিক ক্ষতির পরিমান কত হতে পারে সেটা নেওয়া হয়। ঋণী কৃষকের ক্ষেত্রে দেয় ঋণ রাশিই নূন্যতম বীমা রাশি হবে, অঋণী কৃষকের ক্ষেত্রে বীমা পরিধি দুই রকম হবে। 'সামান্য বীমা আবরণ' এবং 'অতিরিক্ত বীমা আবরণ'। ঋণ গ্রহনকারী কৃষকেরা চাইলে ঋণ রাশির থেকে বেশী রাশির উপর বীমা করতে পারেন, (ফসলের বিভিন্ন রকম বিকল্প বীমা রাশির উপর বিভিন্ন প্রিমিয়ামের হার মরসুমের শুরুতে সমস্ত ব্যাঙ্কের শাখা গুলিতে সাধারণত পাওয়া যায়।)

৮) **প্রিমিয়ামের হার :** বীমাকৃত রাশির মত প্রিমিয়ামের হারও দুই প্রকার হয়। 'সাধারণ প্রিমিয়াম হার' (Flat Rate) অপরিবর্তনীয় এবং 'বাস্তবিক প্রিমিয়াম হার' (Actuarial Rate) যেটা প্রতি মরসুমে পরিবর্তিত হয়। ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণ এবং সামান্য বীমা আবরণের সীমা পর্যন্ত প্রিমিয়াম "সাধারণ প্রিমিয়ামের" হার হবে। যদি কোনও কৃষক এর চেয়ে বেশী অংকের উপর বীমা করাতে চান তবে তাঁকে 'বাস্তবিক প্রিমিয়াম' হারে প্রিমিয়াম দিতে হবে।

৯) **প্রিমিয়ামের অনুদান :** এই যোজনায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা প্রিমিয়ামের শতকরা একটা ভাগ অনুদান হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের থেকে পাবেন। এই অনুদানের হার মরসুমের শুরুতে অধিসূচনার মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়।

১০) **ফসলবীমা করার শেষ তারিখ :** ফসল বীমা করবার সময়সীমা নির্দিষ্ট করা থাকে। ঋণী কৃষকের বিতরীত ঋণের উপর ফসলবীমা ব্যাঙ্ক দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে করা হয়। ঐ কৃষক যদি চান তবে তিনি বাড়তি প্রিমিয়ামের বিনিময়ে 'সামান্য বীমা আবরণের' অধিক অথবা 'অতিরিক্ত বীমা আবরণ' পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বীমা করাতে পারেন। এর জন্য "নির্দিষ্ট প্রস্তাব পত্র" ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে। বীমাকৃত রাশি যদি ঋণ রাশি থেকে বেশী হয় তবে ক্ষতিপূরণের রাশিও বেশী হবে। এতে ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ করার সঙ্গে সুদও শোধ করা যেতে পারে

''ঋণী কৃষকেরা'' অতিরিক্ত ''বীমা আবরণের'' জন্য খরিফ মরসুমে ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে জুলাই এবং রবি মরসুমে ১লা অক্টোবর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় পাবেন।

অঋণী কৃষকরা ফসল বোনার বা রোপার এক মাসের মধ্যে অথবা খরিফ মরসুমে ৩১শে জুলাই এবং রবি মরসুমে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বীমা করাতে পারেন। এর সঙ্গে অঋণী কৃষকদের নিম্নলিখিত শর্তগুলি পালন করতে হবে, নতুনা তাদের বীমা প্রস্তাবগুলি ব্যাঙ্ক অস্বীকার করতে পারে''

ক) ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট থাকা জরুরী।

খ) জমির মালিকানার প্রমান পত্র থাকতে হবে।

গ) ফসল বোনা বা বীজ বপনের জন্য কৃষি বা রাজস্ব অধিকারিকের থেকে প্রাপ্ত প্রমানপত্র থাকতে হবে।

ঘ) বীমা প্রস্তাব পত্র পূর্ণ করে প্রিমিয়ামের সঙ্গে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কে জমা করতে হবে।

১১) ক্ষতিপূরণের পদ্ধতি ঃ ফসলবীমা যোজনা ''অধিসূচিত ক্ষেত্রের'' উপর বিবেচিত হওয়ায় ফসলের ফলনের পরিমান ঐ অঞ্চলের ফসলের উপজের উপরই নির্ভর করে। ফসল বীমা যোজনা থেকে এটা স্পষ্ট যে ''অধিসূচিত ক্ষেত্রে'' ফসলের লোকসান ছাড়াও ফসল উৎপাদনের বিষয়টিও বিচার করা হয়।

অধিসূচিত ফসলের অধিসূচিত ক্ষেত্রটির প্রতি হেক্টরে উৎপাদিত ফসলের হিসাব করবার জন্য রাজ্য সরকার ''ফসল কাটনী প্রয়োগ'' আয়োজন করে।

ফসলবীমা যোজনার অন্তর্গত নিময়ানুযায়ী ক্ষতি নির্ধারণের জন্য 'নিশ্চিত ফলন' (Threshold Yield) 'বাস্তবিক ফলন' (Actual Yield) এবং 'ঘাটতি ফলনের' (Short fall in yield) উপর বিচার করা হয়।

'নিশ্চিত ফলন' (T.Y.) (ধান এবং গমের জন্য) বিগত তিন বৎসরের 'বাস্তবিক ফলনের' গড়কে ক্ষতিপূণের সীমা (I.L.) দিয়ে গুণ করে করা হয়। ক্ষতিপূরণের সীমা মরসুম অনুসারে 60% বা 80% অথবা 90% হয়।

উদাহরণ

ফসল ঃ ধান

ব্লক / পানিসাগর মরসুম - খরিফ ২০০৮ ক্ষতিপূণের সীমা ঃ 80%

বাস্তবিক (আসল) ফলন প্রতি হেক্টরে —

বর্ষ	**কিগ্রা**
২০০৫	১৫০০ কিগ্রা
২০০৬	১০০০ কিগ্রা
২০০৭	২০০০ কিগ্রা

তিন বছরের গড় উৎপাদন ঃ 1500 + 1000 + 2000 = 4500 / 3 = 1500 কিগ্রা (প্রতি হেক্টর)

খরিফ ২০০৮ 'নিশ্চিত ফলন) (T.Y.) ঃ 1500 কিগ্রা x 80% = 1200 কিগ্রা (প্রতি হেক্টর)

প্রতি হেক্টরে যদি পানিসাগরের গত তিন বছরের 'আসল ফলন' উপরোক্ত ফলন অনুসারে হয়ে থাকে তবে খরিফ ২০০৮ এ প্রতি হেক্টরে ঐ ব্লকে নূন্যতম উৎপাদন প্রতি হেক্টরে ১২০০ কিগ্রা হওয়া উচিত। এতে কৃষকের আয় সুরক্ষিত থাকে আর ফসল বীমা যোজনা ১২০০ কিগ্রা প্রতি হেক্টরের জন্য গ্যারান্টি দেয়। অন্য শস্যের জন্য বিগত ৫ বছরের গড় হিসাব ক্ষতিপূরণের জন্য ধরা হয়।

বাস্তবিক (আসল) ফলন ঃ

উপরে বর্ণিত ফসলের কাটাই অনুসারে খরিফ ২০০৮ মরসুমে ফসল লোকসান হোক বা নাই হোক সে দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ওই 'অধিসূচিত অঞ্চলের' ফসল কাটাই প্রয়োগ' (CCE) সম্পূর্ণ করা হয়। রাষ্ট্রীয় রফতানী ও আমদানী নীতি এই প্রকার কৃষি ফলনের উপর অনুমান অথবা হিসাব দ্বারা নির্ধারিত হয়।

উদাহরণ হল পানিসাগরে খরিফ ২০০৮ মরসুমে যদি বাস্তবিক ফলন ১০০০ কেজি হয়ে থকে তবে তা ২০০৬ বর্ষের সঙ্গে সমানই থাকছে।

ফলনের ঘাটতি ঃ

'নিশ্চিত ফলন' (১২০০ কিগ্রা / হেক্টর) - 'বাস্তবায়িত ফলন' (১০০০ কিগ্রা / হেক্টর = ২০০ কিগ্রা / হেক্টর)

অতএব রাজ্য সরকার পানিসাগরকে বিপর্যয়গ্রস্ত ঘোষণা করুক বা নাই-ই করুক ফসলবীমা যোজনা অনুসারে ২০০ কিগ্রা / হেক্টর ফলনের উপর ঘাটতি বলে পানিসাগরকে মানা হবে এবং অনিবার্যভাবে নিম্নোলিখিত সূত্র অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

$$\text{ক্ষতিপূরণের অংক} = \frac{\text{ঘাটতি ফলন (২০০ কিগ্রা/হেক্টর)}}{\text{নিশ্চিত ফলন ১২০০ কিগ্রা/হেক্টর)}} \times \text{কৃষকের বীমা করা রাশি (যদি ১০,০০০/- হয়)}$$

ক্ষতিপূরণের অংক = ১৬৬৬.৬৬ টাকা।

এইভাবে পানিসাগরের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বীমাকৃত কৃষকদের বীমাকৃত রাশির অনুপাতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। কৃষকদের ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষতি বা ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির জন্য নিজের থেকে কোনও সূচনা বা কোনও প্রমানাদি দেবার দরকার নেই। বীমা কোম্পানী নিজেই এই প্রক্রিয়াটি আবশ্যিক কার্য হিসাবে করে থাকে। ক্ষতিপূরণের সময়ে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারর কাছ থেকে তাদের দেয় অংশ প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

উপরোক্ত পদ্ধতির পরিবর্তে রাজস্ব বিভাগ, জেলাপালক বা রাজ্য সরকার দ্বারা বিপর্যয় ঘোষণা বা চোখের আন্দাজগত রিপোর্ট থেকে ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ মান্য করা হয় না।

বিস্তারিত ভাবে জনবার জন্য কৃষি পরিসংখ্যান শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ক্ষেত্রীয় কার্যালয় ঃ

কৃষি পরিসংখ্যান শাখার অফিস

অফিস লেন, (পুরাতন এস.ডি.এম অফিসের নিকট)
আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।
ফোন ঃ ০৩৮১-২৩২ ৩৮০৯

প্রধান কার্যালয় ঃ

কৃষি ভবন

আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।
ফোন ঃ ০৩৮১-২৩২ ৩৮৮৩
ফ্যাক্স ঃ ০৩৮১-২৩২ ৩৭৭৮

**পুঁজি, পরিশ্রমের ফসল ব্যর্থ না হবে,
ফসলের বীমা যদি করিয়ে রাখবে।**